ত্রিংশ বার্ষিক

রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে

সভাপতি

কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ কাব্যতীর্থ

ভিষগ্‌রত্ন ; এল্, এ, এম্, এস্

মহাশয়ের

অভিভাষণ

১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার

১৩৭১

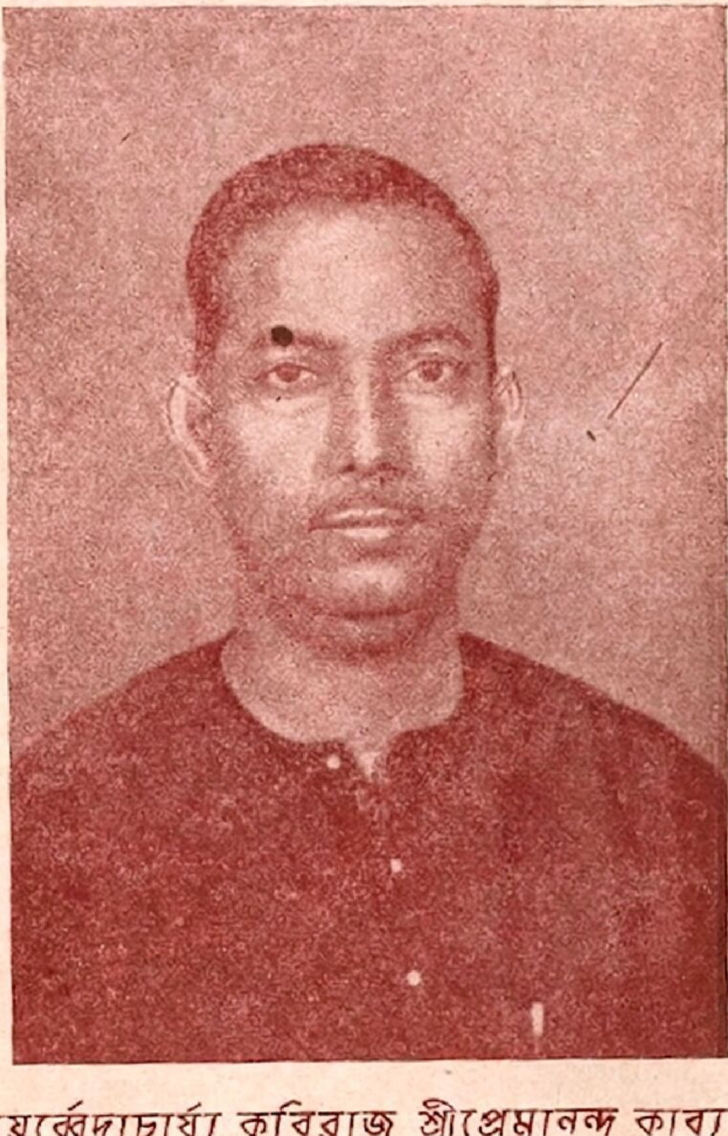

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ কাব্যতীর্থ

ভিষগ্‌রত্ন ; এল্, এ, এম্, এস্ ; শাস্ত্রী, বৈদ্যশাস্ত্রী

সহ-অধ্যক্ষ

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

অভিভাষণ

পূজ্যপাদ অধ্যাপক মণ্ডল, মাননীয় উদ্বোধক মহোদয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান বক্তা মহোদয়, সমবেত সম্মানভাজন আয়ুর্ব্বেদহিতৈষি-সুধীমণ্ডল, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রোমহোদয়গণ এবং প্রীতিভাজন সতীর্থবৃন্দ ! আমি আপনাদের সকলকে আমার যথাযোগ্য নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি। প্রিয় সতীর্থগণ ! আমাকে রি-ইউনিয়নের সম্মানজনক সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করায় আমি আপনাদের ধন্যবাদ ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে আজ এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত নেপাল ও সিংহল থেকে আমাদের সতীর্থবৃন্দ সমবেত হয়েছেন, এক বছর পরে পুনরায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার বিজয়যাত্রা ঘোষণা করার জন্যে। বিদ্যালয়ের পক্ষে তথা আমাদের পক্ষে এই দিনটি পরম আনন্দের। সারা বছর আমরা এই পরম সুখকর দিনটির অপেক্ষা করে থাকি। দূর দূরাগত কবিরাজ মণ্ডলের মিলনে এই দিনটি হয় সার্থক, নবস্নাতকদের আশাদীপ্ত মুখমণ্ডলে শোভাপায় শান্তির রমনীয় কান্তি আর হৃদয়ে জাগে কত আশা কত ভরসা—আর্তত্রতের কত পবিত্র উদ্দীপনা।

এই শুভ লগ্নে ভক্তিবিনয়চিত্তে প্রণতি জানাই আয়ুর্ব্বেদের নবযুগের প্রবর্তক স্বর্গত মহামতি যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে। আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে যাঁরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে অধ্যাপক কবিরাজ হেমচন্দ্র শিরোমণি তারপর মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গননাথ সেন ও প্রাণাচার্য্য কবিরাজ শিবনাথ সেন মহাশয়ের কথা। অধ্যয়নকালে যাঁদের অমূল্য উপদেশাবলী আমায় কৃতার্থ করেছে তাদের মধ্যে স্নেহপ্রবণ নলিনীরঞ্জন, সুরেন্দ্রকুমার এবং আরো অনেকে আজ লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁদের বিদেহ আত্মার প্রতি নতশিরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

এই বিদ্যালয়ের স্নাতকগণ যাঁরা অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হয়েছেন এই পুনর্মিলন উৎসবে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নানাবিধ কাজের চাপে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সহজাত অনুরাগ হেতু যে ব্যক্তিত্রয় আমাদের সাদর নিমন্ত্রণে এই উৎসবের উদ্বোধক প্রধানবক্তা ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে ইহার শোভা ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন আয়ুর্ব্বেদের সেই পরম বান্ধবত্রয়কে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি। যে সব সজ্জন আয়ুর্ব্বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও প্রেমানুরক্ত হয়ে নিজেদের অমূল্য সময় নষ্ট করে এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করছেন তাঁদেরও জানাই আমার সাদর সম্ভাষণ।

দূরদর্শী যামিনীভূষণ বুঝেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে আয়ুর্ব্বেদ জগতে যে প্রলয়ংকর ঝড় উঠবে তার দরুণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ব্যবস্থা একক গুরুগৃহ হতে স্থানান্তরিত করলেন বিদ্যালয়ে। এখানে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের সুষ্ঠু পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করলেন বিভিন্ন বিষয়ের সুনিপুণ অধ্যাপকগণের সমবেত চেষ্টা ও অধ্যাপনার দ্বারা। তিনি বুঝেছিলেন কবিরাজ বলতে শুধুমাত্র আয়ুর্ব্বেদের এক অঙ্গ কায়চিকিৎসার অংশ বিশেষের পটু চিকিৎসকগণ সমগ্র চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিষয় বিশেষে পারদর্শী হলেও সমগ্র চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি ১৯১৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যক্ষমূলক চিকিৎসা শিক্ষার জন্য আরোগ্যশালাও সংযুক্ত করেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিকে তিনি এমন করতে চেয়েছিলেন যাতে স্নাতকগণ সমগ্র চিকিৎসক সমাজে সুনিপুন ও যশস্বী চিকিৎসকরূপে স্থান লাভ করতে পারেন ও আদৃত হতে পারেন। মধুলোলুপ ভ্রমরের মত আয়ুর্ব্বেদ জ্ঞান পিপাসু ছাত্র ছাত্রীগণ দেশ বিদেশ হতে ছুটে আসতে লাগলেন এই বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নব ভাবধারার সুযোগ গ্রহণের জন্য। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হল। নবরূপের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা ভারতের সীমা অতিক্রম করে সিংহলে প্রসারিত হল। সিংহল সরকার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যালয়ের তদানিন্তন অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে তথায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার এই নবরূপের প্রবর্ত্তন করলেন।

যামিনীভূষণের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে — এই বিদ্যালয়ের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব মাননীয় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে। যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়কে

রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজে রূপায়িত করার উদ্যোগ আয়োজন প্রায় সমাপ্ত। এই কাজের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ কবিরাজগণ এবং আয়ুর্ব্বেদানুরাগী দেশহিতৈষিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। এই চেষ্টা কখনো তীব্র বেগে কখনো মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে কিন্তু স্তব্ধ হয়ে কখনও থাকেনি। যাঁরাই এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলেই আমাদের নমস্য। অমিততেজ আয়ুর্ব্বেদানুরক্ত শৈলকুমারের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে ও প্রভাবে আজ বাংলার তথা বাঙালীর গৌরবের ধন আয়ুর্ব্বেদ রাষ্ট্রস্বীকৃতি লাভের পথে। শীঘ্রই এই বিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজে রূপায়িত হবে আর এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন ও সাধনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। আজ আমাদের সকল সতীর্থের পরম আনন্দের দিন। এই শুভদিনে প্রত্যেকে সংকল্প গ্রহণ করুন— যে আয়ুর্ব্বেদ রোগীকে রোগমুক্ত করে, সুস্থকে রক্ষা করে সেই আয়ুর্ব্বেদকে আমরা সর্ব প্রযত্নে রক্ষা করব। বৈদেশিক শাসনের শৃংখলমুক্ত আমাদের দেশে জাতীয় চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে, দেশের ও জাতির চিকিৎসার প্রয়োজন সাধনে সক্ষম হয় তার প্রতি কবিরাজ ও অকবিরাজ জনসাধারণের সমান দৃষ্টি থাকা দরকার।

কালোপযোগী সংস্কার সাধন দ্বারা ভাবমিশ্র ১৫৫০ শতকে আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার সাধন করে "ভাব প্রকাশ" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সময়ে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ব্যবসায় ও রাজ্যবিস্তারের লালসা নিয়ে ভারতের পুণ্যভূমিতে আসে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন ধরণের নূতনরোগের আমদানী হয়। আয়ুর্ব্বেদের মূলসূত্র অনুযায়ী ঐ সকল রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা বিধি লিপিবদ্ধ হয় ওই "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থে। ঐ সময় ভারতের বাহিরে প্রচলিত শক্তিশালী পদার্থ সমূহ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় ঔষধরূপে স্থান পায়। জ্ঞান বিজ্ঞান ভৌগলিক

সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বিদেশীরা আমাদের দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহণ করেছেন। আমরা যদি কারো কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানের কিছু গ্রহণ করি তবে তাতে দোষ কোথায়? আজ থেকে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ করে পৃথিবীর বহু সভ্যজাতি নিজ নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছেন এবং তাদের দেশ ও কালোপযোগীভাবে সংস্কার সাধন করে চিকিৎসা ক্ষেত্রের সম্পদ বাড়িয়েছেন। কালক্রমে বৈদেশিক প্রভাবে এবং নিষ্পেষণে আমাদের সেই চিকিৎসাশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ যে আর নেই সে কথা আজ অস্বীকার করা যায় না। যে কয়েক খানি সংহিতা গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই প্রতিসংস্কৃত। মূলগ্রন্থের কতটুকু রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে তা আজ অনুমান সাপেক্ষ। অনেকদিন যাবৎ এই শাস্ত্রের অনুশীলন সম্ভব হয়নি। এই সকল বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে যুগাবতার মনীষী যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদ রক্ষার জন্য কালোপযোগী সংস্কার সাধনের ব্রত গ্রহণ করেন। তার সঙ্গে যোগ দেন মহামহোপাধ্যায় গণনাথ। যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদের বহু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। স্বভাব কবি গণনাথের সংস্কৃত ভাষায় রচিত "সিদ্ধান্ত নিদানম্" ও "প্রত্যক্ষ শারীরম্" অমর কীর্ত্তি। যামিনীভূষণ অনুভব করেছিলেন আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা। তাই পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকদের সাহায্যে শল্য, শালাক্য, প্রসূতিতন্ত্রের প্রত্যক্ষমূলক ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণ করে আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত অংশের পুনরুদ্ধার করেন পরিপূরক হিসাবে। তাই তাঁর হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগ খুলে ঐ সকল শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিদ্যালয়ের স্নাতকগণ একদিন রাষ্ট্রানুমোদন লাভ করে বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করবে। হত্যা, আত্মহত্যা, আকস্মিক মৃত্যু বিবিধ প্রকার বিষপান, তারফলে মৃত্যু প্রভৃতির লাক্ষনিক ও

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক পার্থক্য নির্ণয় বিষয়ক কতকগুলি বিশেষ জ্ঞানের জন্য তিনি প্রাচীন অগদতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহার আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ Medical Jurisprudence পড়বার ব্যবস্থা করেন। আজ আয়ুর্ব্বেদ রাষ্ট্রানুমোদন লাভ করেছে। এসব জ্ঞান অর্জ্জন অপরিহার্য। আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই কবিরাজগণ ছোট বড় হাসপাতালের চিকিৎসা ও পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। পৌর প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তার কর্মভার পাবেন। সংক্রামক ও আগন্তুক ব্যাধির প্রতিকার, জনস্বাস্থ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করবেন। যাঁরা Life Insure করবেন বা সরকারী চাকুরী করবেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে। চিকিৎসকদের রোগনির্ণয় ও ঔষধের ব্যবস্থা করা ছাড়াও আজকের দিনে আরও অনেক কাজের যোগ্যতা ও দায়িত্ব থাকা দরকার। এসব বিবেচনা করেই যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সংস্কার সাধন করেন। ভারতের অন্যান্য প্রান্তও তার প্রবর্তিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে মহাকলেবরে "Central Council of Health" এর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটী Shudha Ayurvedic Education Committee তৈরী করেন। উক্ত Committee ১৯৬৩ সালের ২৫ শে এপ্রিল তাদের Report দাখিল করেন। ওই Report এর সমালোচনা করা আজকের এই সভাতে সম্ভব হবে না। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমরা ওর সাথে কোন ক্রমেই একমত হতে পারিনা। আমাদের শিক্ষার আদর্শ ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেছি। যদি ভারত সরকার সর্বভারতীয়ভাবে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার মান

উন্নয়ন ও Uniform Study of syllabus ও Curriculum করেন তবে তাকে আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু ওই syllabus ও Curriculum তৈরীর পূর্ব্বে সকল আয়ুর্ব্বেদ কলেজের পরিচালক ও অধ্যাপক মণ্ডলির প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতার ফল ও অচিকিৎসক জনসাধারণের প্রভাবমুক্ত স্বাধীনমত গ্রহণ করা দরকার।

ভারত সরকারের আর একটি প্রয়াস Drugs and Cosmetics act (amended) Bill 1963 vis-A vis Ayurvedic and Unani Drugs and Medicines. আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যাতে বিশুদ্ধ মানের পাওয়া যায় তার ব্যবস্থার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি পড়ছে এ খুবই আনন্দের বিষয়। এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। য়্যালোপ্যাথি ঔষধের মান নির্দ্ধারণের পদ্ধতি বহুকাল হতে চলে আসছে। কিন্তু ওই ছকে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণ সম্ভব হবে না। পদার্থের রস গুণ বীর্য বিপাক প্রভাবে রোগ আরোগ্য হয়ে থাকে। ঔষধের উপাদানের এবং তৈরী ঔষধের শক্তি নির্দ্ধারণ করার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার দরকার। এই সকল কথা নতুন মনে হলেও চেষ্টার দ্বারা সবই সম্ভব হবে আশা করা যায়। য়্যালোপ্যাথি ঔষধের ন্যায় যদি যত্র তত্র বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পাওয়া যায় তবে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ জনসাধারণের কাছে সহজ হবে। প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ এই চিকিৎসায় অভ্যস্ত হবে। কবিরাজ ও বৈজ্ঞানিকদের সমবেত চেষ্টায় এই কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব হতে পারে। বিস্তারিত পরিকল্পনা আলাপ আলোচনার দ্বারা স্থির করা উচিত।

ভারত সরকারের নিকট আমার একটি সানুনয় নিবেদন এই যে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যারা আয়ুর্ব্বেদ

সম্বন্ধে অজ্ঞ বা যারা আয়ুর্ব্বেদকে বিমাতৃ সুলভ স্নেহের চোখে দেখেন তাদের করুণা মুক্ত করে আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে আয়ুর্ব্বেদকে তার নিজ মতবাদের উপর নির্ভর করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হতে দিন। দেশের ও জাতির চিকিৎসার গুরুদায়িত্ব পালনে ও দেশের কল্যাণসাধনে সুযোগ দিন।

জয়হিন্দ

জয় আয়ুর্ব্বেদ

রি-ইউনিয়ন সম্পাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ও মিলনকুমার রায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জে, বি, প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা —২